ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

PANJIPARA - UTTAR DINAJPUR

28-Nov-2024

বাবার শ্রাদ্ধে ফিরলেন নিখোঁজ

মেহেদি হেদায়েতুল্লা

দীর্ঘদিন নিখোঁজ ছেলে। পুত্রশোকে দিন দিন অসুস্থ হয়ে পড়েন বাবা। মুম্বইয়ের এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দৌলতে মঙ্গলবার বিকেলে বাবার শ্রাদ্ধের দিন মুম্বই থেকে বাড়িতে ফিরেছেন বছর ছাব্বিশের সুখেশ চৌধুরী। ছেলেকে কাছে পেয়ে চোখের জল বাঁধ মানেনি মায়ের, দাদার। উত্তর দিনাজপুরের পাঞ্জিপাড়ার শান্তিনগর কলোনির ঘটনা।

পরিবার সূত্রে খবর, মাধ্যমিক পাশ করার পরে সুখেশ মনমরা, মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। ছেলেকে সুস্থ করে তুলতে দিনমজুর বাবা সুনীল চৌধুরী বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা করান। ২০১৯ সালের প্রথম দিকে আচমকাই নিখোঁজ হয়ে যান সুখেশ। তার পর থেকে প্রতিনিয়ত ছেলেকে খুঁজতেন সুনীল। ছেলে আদৌ বেঁচে আছে কি না— এ প্রশ্ন তাঁকে কুরে খেত। এ ভাবেই কেটে যায় ছ'বছর। এক সময় আশা ছেড়ে দেন তিনি। পুত্রশোকে অসুস্থ সুনীলের ১৭ নভেম্বর বাড়িতে মৃত্যু হয়। তাঁর শ্রাদ্ধের দিন ছেলেকে ফেরায় মুম্বইয়ের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটি।

সুখেশ বুধবার বলেন, "যত দূর মনে পড়ছে, কিসানগঞ্জ স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠেছিলাম। কোথায়, কোথায় ঘুরেছি বলতে পারব না। তবে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটি আমাকে উদ্ধার করে যত্ন নেওয়া এবং চিকিৎসা শুরু করে। কিছু দিন আগে বাড়ির কথা মনে পড়তে লাগল। ঠিকানা মনে পড়তেই বাড়ি ফেরার কথা বলি। বাড়ি ফিরে ভাল লাগছে। কিন্তু আর ক'দিন আগে ফিরলে, বাবার দেখা পেতাম।"

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার এক সদস্য সমর বসাক বলেন, "বছরখানেক আগে সুখেশকে উদ্ধার করে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হয়। চিকিৎসায় বর্তমানে সম্পূর্ণ সুস্থ সুখেশ। দিন দশেক আগে নিজের বাড়ির ঠিকানা বলেন তিনি।" সংস্থার অন্যতম সদস্য চিকিৎসক ভারত ভাটোয়ানি বলেন, "সুখেশকে উদ্ধার করে সুস্থ করে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এটা আমরা আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি।"

সুখেশের মা শোভা চৌধুরী ছেলেকে ফিরে পেয়ে আনন্দে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি বলেন, "আমরা হন্যে হয়ে ছেলেকে খুঁজেছি। কয়েক দিন আগে যদি পাওয়া যেত, ওর বাবার সঙ্গে দেখা হত। উনি খুব খুশি হতেন। হয়তো এ ভাবে শোক পেয়ে চলে যেতেন না। তাই আনন্দের মধ্যে আক্ষেপ থেকে গেল।" চোখে জল সুখেশের দাদা সুদেবেরও। বলেন, "কোনও দিন ভাবিনি ভাইকে ফিরে পাব।" গ্রামের বাসিন্দা প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান শান্তিরঞ্জন মৃধা বলেন, "সুখেশের বাবা বেঁচে থাকলে, সব থেকে বেশি খুশি হতেন।"